মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ৫

হিফজুর রহমান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

'ডালিয়া কে?' অর্পিতার প্রশ্ন। আপাতঃ নির্দোষ ধরণের মনে হলেও প্রশ্নটা মোটেও নির্দোষ নয়। এটাই অর্পিতার স্টাইল। প্রথমে সেতারের বা সরোদের আলাপের মতো করে আক্রমণ শুরু করে। তারপর ওটা ঝালার কজ পর্যন্তও যেতে পারে, যদি দেবাশীষের উত্তর ওর মনঃপুত না হয়। আর দেবাশীষের উত্তর বিশেষ করে নারী সম্পর্কিত উত্তর ওর কখনোই মনঃপুত হয়না। পাল্টা প্রশ্ন করলো দেবাশীষ পাউরুটিতে জ্যাম লাগাতে লাগাতে, 'কোন ডালিয়া?'

'কেন কাল রাতে ঘুমের মধ্যে যে ডালিয়ার কথা বলছিলে, সেই ডালিয়ার কথাই জিজ্ঞেস করছি।' অর্পিতার কণ্ঠে এবার একটু উত্তেজনার আভাস।

আজ ছুটির দিন। শুক্র-শনি দু'দিন বন্ধ ওর। শুক্রবার একেবারেই বিশ্রাম। শনিবারে কিছু পাবলিক রিলেশন্স। শুক্রবারে ড্রাইভারেরও ছুটি। ফলে বাইরের কাজ যতোটা কম করা যায়। শুক্রবার সকালে যতোটা পারা যায় দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, তার পর নাশতা-মাশতা সেরে আবার বিছানায় গড়াগড়ি করা, ইচ্ছে হলে পছন্দসই কোন বই বা ম্যাগাজিন পড়া, এই হলো নিত্য রুটিন। মাঝে মধ্যে বেইলী রোডের নাটক পাড়ায় ঢুঁ মারাও এই আয়েশের মধ্যে পড়ে। আর শনিবারে নিজের পাবলিক রিলেশন্স সেরে, পারিবারিক রিলেশন্স সারাও ওদের পরিবারের নৈমিত্তিক কাজ। মাঝে মধ্যে অর্করও কোন আবদার সারতে হয় এই শনিবারেই। তাই দেবাশীষ এই দুইদিন কোনোই ঝামেলা চায়না। কিন্তু, কোনোনা কোনোভাবে ঝামেলা না লেগে যায়ইনা। বিশেষ করে অর্পিতা ওর বেসরকারী সংস্থার চাকুরী ছেড়ে আসার পর এটা যেন আরো নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

দেবাশীষ অনেকক্ষন আনমনা থাকার পর অর্পিতার প্রশ্নের জবাব দেয়, 'ও ডালিয়া, ও একটা কম্পিউটার কোম্পানীতে কাজ করে। আমাদের অফিসে এসেছিল সেলস কলে....'

'ও আবার কি!' প্রায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে অর্পিতা, 'মেয়েলোকের আবার সেলস কল কি? তাছাড়া তোমরা তো কোন কিছুই এদেশ থেকে কেনো না। আর তোমারওতো কেনা কাটার দায়িত্ব নেই কোন। তাহলে ওই মেয়েটা তোমার কাছে এলো কি করে?'

অর্ক চুপ একেবারে, কারো দিকে চাইছেনা ও। ডিমের পোচটা খাবার চেষ্টা করছে পাউরুটি দিয়ে। ও একবার মাখন লাগায় রুটিতে, তারপর ওটা দিয়েই ডিম খাবার চেষ্টা করে। এই কাজটা করতে গিয়ে প্রায়ই গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলে ও, আর এই জন্যেও বকা খায় অর্পিতার। অর্পিতার রাগ, অর্ক দেবাশীসকেই বেশি পছন্দ করে।

দেবাশীষ একবার অর্কর দিকে চেয়ে অর্পিতাকে বলে, 'এখন এই বিষয়টা নিয়ে কথা বললেই কি নয় অর্পি? আজকে ছুটির একটা দিন। আমরা সবাই একসাথে থাকি। এই দিনটা একটু আনন্দের হলে কি হয়!'

'না, আমিইতো শুধু ঝামেলা করি।' অর্পিতা প্রায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে,'আর দুনিয়ার যতো মেয়েলোক তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই যেন দেখেনা। কম্পিউটার বিক্রি করতে আসে, সেও তোমার কাছে!'

এই একটাই সমস্যা দেবাশীষের। সমস্যা না বলে রাশির দোষ বললে কম বলা হবেনা। অর্পিতার ধারণা জগতের সব নারীই ওকে পাওয়ার জন্যে তৎপর হয়ে আছে, বা ওকে পছন্দ করে। দেবাশীষ বহুবারই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, পঞ্চাশজন মহিলা ওকে পছন্দ করলে পাঁচ হাজার পুরুষওতো ওকে পছন্দ করে। এখন ওকে কেউ যদি পছন্দ করে, তাতে ওর দোষটা কি? কিন্তু, অর্পিতাকে বোঝাতে পারে সে সাধ্য কি দেবাশীষের আছে? দেবাশষির ব্যবহারই তার জন্যে দায়ী, এই কথা ভেবে একটু স্বস্তি পাবার চেষ্টা করে ও।

কিন্তু ডালিয়ার সাথে ওর ব্যাপারটা কি? একটু কি এক্সিট পাবার চেষ্টা করছে ও? ডালিয়ার সাথে পরিচয়ের অনেকদিনই হয়ে গেল। প্রায়ই ওদের কথা হয় টেলিফোনে। কখনো ডালিয়া ওকে ধরে সেলফোনে, কখনো অফিসের ফোনে। এদ্দিনে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে দেবাশীষ। আবার স্বাভাবিক জীবনের ফিরে এসেছে ও। আর ক্যাজুয়াল পোশাকে নয়। এখন আবার সেই ধরাচূড়া, স্যুট টাই সব কিছু ম্যাচ করেই পরতে হচ্ছে ওকে। কাজকর্মও স্বভাবিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে। সেই বিকেল পর্যন্তই কাজ এখন। এরই মধ্যে ডালিয়ার সাথে নিয়মিত কথোপকথন দূরভাষে। মেয়েটা কেন ফোন করে সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা দেবাশীষ। আবার ও ফোন না করলে ভালও লাগেনা। ওর ঝরণাধারার মতো কণ্ঠ, অসম্ভব সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলা, যেন একজন রেডিও ঘোষিকা কথা বলছে, এই সবই বড্ডো আকৃষ্ট করে দেবাশীষকে। আরো কয়েকটা বিষয়ে দুজনের মিল প্রচন্ড। দুজনেরই পছন্দের গান প্রায় একই। আবার সাহিত্যের পছন্দও একেবারে নিকট। ফলে দু'জনের কথাবার্তার মিলও হয় অনেক বেশি।

তবে, ডালিয়া ওর নিজের বিষয়ে বা সাংসারিক বিষয়ে খুব একটা কথা বলেনা। বলতে যে চায়না সেটাও বলা যাবেনা। তবে দেবাশীষ বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখানোতে সে বলার খুব একটা সুযোগও পায়না। অবশ্য একটা ব্যাপার দেবাশীষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেবাশীষ যেমন কিছুটা এক্সিট চায়, ডালিয়াও হয়তো তেমনি এক্সিট চায়। কোথাও না কোথাও সমস্যা আছে ওরও। খোলাখুলি কোন কথা না বললেও ওর স্বামীর সাথে যে ওর সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক নয় এটা বোঝা যায় সহজেই। কারণ, ডালিয়া কম্পিড়্গুটার বা কম্পিউটার এক্সেসরিজ বিক্রির কথা আর কখনো বলেনি।

আজ আর দিনটা ভালো যাবেনা, ধরেই নিলো দেবাশীষ। সকাল থেকেই যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব অর্পিতার সেটা সহজে নির্বাপিত হবে বলে মনে হয়না। সুতরাং আবার সেই ওর ছোট্ট স্টাডিই

ভরসা। বুদ্ধদেব গুহর "সবিনয় নিবেদন" নিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে ও ক'দিন দরে, আজও ওটাই নিয়ে কঠোর মৌনতা অবলম্বন করবে, নাশতা করতে করতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ও।

আবার এটাকেও একটা বড়ো দোষ হিসেবে দেখে অর্পিতা। এভাবে রণে ভঙ্গ দেয়াটা যেন ওর কিছুতেই পছন্দ নয়। যেন লড়তে না পারলে সবই বৃথা।

দেবাশীষ বুঝতে পারলো, ডালিয়া চ্যাপ্টারটা সহজে যাবেনা এবার।

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]

(চলবে)